চাঁইভাষা বিচার

দ্বিতীয় অধ্যায় - চাঁই ভাষা বিচার -

ক) চাঁই ভাষার বৈশিষ্ট্য :-

মানুষ তার মনের ভাব প্রকাশ ও পরস্পরের মধ্যে ভাব বিনিময় করে ভাষার মাধ্যমে। "নানা জাতের নানা ভাষা ; সব জাতি একই রকমের ধ্বনি ব্যবহার করে তাদের মনোভাব প্রকাশ করবে এ আশা করা যায় না, বাস্তব মতে তা ঘটেও না। ইংরাজরা প্রাচীন ভারতীয়দের মতো তিনটি শ, ষ, স উচ্চারণ করতে পারে না ; কিম্বা 'ত' (Soft - t) উচ্চারণ করতে পারে না, তেমনি আবার হ এবং z - ও আমাদের অনেকেই সহসা উচ্চারণ করতে পারে না।"[১] তাই স্বাভাবিক ভাবেই দেখা দেয় ভাষায় বৈচিত্র্য। "পৃথিবীতে তিন হাজারেরও বেশী ভাষা আছে ; কিন্তু সমস্ত ভাষারই লিখিত রূপ ও সাহিত্য নেই।"[২] বলা বাহুল্য "জাতির মানসিক সভ্যতা আর সংস্কৃতি, তার বিজ্ঞান, দর্শন আর সৌন্দর্যবোধের উপরেই আর ভাষার ঐশ্বর্য প্রতিষ্ঠিত - তার ভাষার শব্দের স্থূল সূক্ষ্ম নানা অর্থ বা অর্থভেদকে প্রকাশ করার ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত। সুসভ্য প্রাচীন ভারতীয়, প্রাচীন গ্রীক, প্রাচীন চীনা জাতি, মধ্যযুগের আরবী ভাষী জাতি, আধুনিক ইউরোপের ইংরেজ, ফরাসী, জর্মান, রুষ প্রভৃতি নানা জাতি সভ্যতার অত্যন্ত উচ্চ স্তরে উন্নীত হয়েছিল বা হয়েছে, এইজন্য এদের ভাষাগুলি পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ ভাষার আসন প্রাপ্ত হয়েছে .... ।"[৩]

চাঁই সম্প্রদায়ের লোকেরা মুখীয় ভাবধারায় একটি স্বতন্ত্র ভাষায় কথা বলে মনের ভাব প্রকাশ করে। এই ভাষা চাঁই ভাষা নামে পরিচিত। এই ভাষা হিন্দী, বাংলা, মৈথিলী ইত্যাদি বহু ভাষার সংমিশ্রণে গঠিত। চর্যা গীতির ভাষার সাথেও এর কোন কোন অংশে মিল আছে। অবশ্য এই সাদৃশ্যের জন্য চাঁইভাষাকে চর্যার ভাষা বলা চলে না। পশ্চিমবঙ্গের নাগর, বিপ্র, রাজবংশী প্রভৃতি আর্যেতর জাতিও তাদের নিজস্ব এক স্বতন্ত্র ভাষায় কথা বলে, তবে চাঁই ভাষায় তাদের কোন প্রভাব নেই।

চাঁই ভাষা আধুনিক ভাষা নয়। ভারতবর্ষে আর্যদের আগমনের পূর্বেই এর প্রচলন ছিল। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় অতি প্রাচীনকাল থেকে এই ভাষার প্রচলন থাকলেও অদ্যাবধি এর কোন লিখিত রূপ হয়নি। হয়নি কোন অক্ষর বা হরফের আবিষ্কার। সাঁওতালী ভাষা, ইত্যাদি বহু অনুন্নত ভাষা আজ সভ্য সমাজে তাদের স্থান করে নিয়েছে। কিন্তু চাঁইভাষা

আজও অক্ষরে আবদ্ধ । কেবল মুখে মুখেই চাঁই সমাজে এই ভাষার প্রবাহ বর্তমান রয়েছে ।

চাঁই ভাষার একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল যে এর কোন সাধুভাষা নেই । চাঁই ভাষার কোন লিখিত রূপ না থাকার কারণে এবং কেবল মুখে মুখে এই ভাষার ব্যবহার থাকার জন্য এর আদ্যন্ত হল চলিত বা কথ্য ভাষা । আর এই কারণে এই ভাষার কোন মার্জিত রূপ দৃষ্ট হয় না । আপাতদৃষ্টিতে অনেক অশ্লীল শব্দও এ ভাষায় ব্যবহৃত হয় । চাঁই ভাষায় সম্মান বা সৌজন্যমূলক কোন শব্দ ব্যবহৃত হয় না । যেমন, —"তাঁয়" এই শব্দটি "তুই", "তুমি", "আপনি" সর্বক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হয় ।

চাঁই ভাষার অপর বৈশিষ্ট্য হল যে, এই ভাষায় একই অর্থ প্রকাশক বিকল্প কোন শব্দ নেই । পশ্চিমবঙ্গের চাঁই ভাষায় বাংলা ভাষার একার্থ প্রকাশক বিভিন্ন শব্দের সর্বাপেক্ষা সহজ এবং নিকৃষ্ট শব্দটিই চাঁই ভাষায় ব্যবহৃত হতে দেখা যায় । যেমন,— বাংলা ভাষায় মূষিক বলতে — ইন্দুর, ইঁদুর, মূষিক, মূষ ইত্যাদি একাধিক শব্দ ব্যবহৃত হয় । কিন্তু চাঁই ভাষায় কেবল মাত্র একটি শব্দ "মুসা" ব্যবহৃত হয় । আবার মহিলা বলতে বাংলা ভাষায় নারী, মহিলা, স্ত্রীলোক, বামা, কামিনী, রমনী, অঙ্গনা, মাগী (দেশজ শব্দ) ইত্যাদি একাধিক শব্দ ব্যবহৃত হয় । কিন্তু চাঁই ভাষায় এর সমস্তগুলির ক্ষেত্রেই কেবল "মাউগী" (মাগী শব্দ থেকে জাত) শব্দটি ব্যবহৃত হয় । অবশ্য সাম্প্রতিক কালে এই সমাজের শিক্ষিত ব্যক্তিদের মধ্যে এই সমস্ত অশ্লীল ভাষা বর্জন করে তার পরিবর্তে মার্জিত বাংলা ভাষা ব্যবহারের প্রবণতা দেখা দিয়েছে ।

চাঁই সমাজের ব্যবহার্য মৌখিক ভাষা এবং এদের গান বা গীতের ভাষার মধ্যে কিন্তু সর্বাংশে মিল নেই । এদের মাঝে বেশ একটি স্বাতন্ত্র্য পরিলক্ষিত হয় । বিলম্বিত লয় এবং প্লুত সুরই ছন্দে এই বৈচিত্র্যের অন্যতম কারণ । বলা বাহুল্য প্রদেশ ভেদে বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষা চাঁই ভাষায় প্রভাব বিস্তার করেছে । বিহারের চাঁই ভাষাতে স্বাভাবিক ভাবেই হিন্দীর প্রাধান্য, এবং পশ্চিমবঙ্গের চাঁই ভাষাতে বাংলা ভাষার প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয় । তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই বাংলা ভাষা চাঁই ভাষাতে বিকৃতভাবে উচ্চারিত হয় ।

একটি বৃহৎ সম্প্রদায়ের ভাষা বিষয়ে আলোচনা করতে গেলে স্বাভাবিক ভাবেই এর উপভাষার কথা এসে পড়ে । "কোন ভাষা সম্প্রদায়ের অন্তর্গত ছোট ছোট দলে বা অঞ্চলে বিশেষ প্রচলিত ভাষা-রীতিকে উপভাষা (Dialect) বলে । ভাষা সম্প্রদায়ের লোক সংখ্যা

^ক্ষুদ্র
নিতান্ত^হইলে যে ভাষার কোন উপভাষা পরিলক্ষিত হয় না, কেন না সকলের সঙ্গে সকলের বাক্ ব্যবহারে কোন আড়াল থাকে না । তাই উপভাষায় কোন ব্যক্তি বিশেষের উচ্চারণ দোষ অথবা ভুল প্রয়োগ টিকিতে পারেনা । কিন্তু ভাষা সম্প্রদায়ের লোকসংখ্যা খুব বেশী হইলে উপভাষার উদ্ভব অনিবার্য ।"[৪] এই "ভাষা সম্প্রদায়ের মধ্যে একটু আধটু ছোট বড় পরিবর্তন (তা সে ধ্বনিগত হোক বা পদ প্রয়োগ গত হোক) দেখা যায়, তাতে এক ভাষা সম্প্রদায়ের মধ্যে ভাষার আদল বদলে যায়, তাই রুশ ভাষা আর পোলিশ ভাষা এক নয়, ইংরাজী আর ফরাসী পৃথক । ধ্বনি পরিবর্তনের মাধ্যমে ভাষার চেহারা বেশ খানিকটা বদলে যায় । এমনকি একই ভাষাভাষীর মধ্যে আঞ্চলিক অবস্থানের জন্যে ভাষার মূল কাঠামো এক থাকা সত্ত্বেও খুচরো পরিবর্তন অনেক দেখা যায় । বাংলা ভাষারও তাই আঞ্চলিক রূপান্তর মন্দ নয় । পশ্চিমবঙ্গে যেখানে বলা হয় ছেলে মেয়ে, পূর্ব বঙ্গে তাকে বলে পোলা বা মাওয়াল, মাইয়া । অঞ্চল বিশেষে ভাষার এই যে বদল — একেই উপভাষা বলা হয় ।"[৫]

পশ্চিম বঙ্গের চাঁই ভাষাতেও অঞ্চল ভেদে নানা রূপ পরিদৃষ্ট হয় । কয়েকটি উদাহরণ দিয়ে এই বিষয়ে আলোচনা করা যাক ।

বাংলা ভাষায় আমরা বলি —

১। আমাদের গ্রাম ।

২। তোমাদের গ্রাম ।

এই কথাগুলি মুর্শিদাবাদ এবং মালদহ জেলার বিভিন্নাঞ্চলে চাঁই ভাষাতে কিভাবে উচ্চারিত হয় দেখা যাক । —

জেলা মুর্শিদাবাদ : —

১। রঘুনাথগঞ্জ থানার "নিশ্চা" গ্রাম এবং অন্যত্র —

হ্যাম্মাস্যাকে গাঁ ।

তোস্কে গাঁ । তো স্যাকে গাঁ ।

২। লালগোলা থানার "বাউশমারী" গ্রাম এবং অন্যত্র —

হ্যামাস্কে গাঁ ।

তোস্কে গাঁ ।

৩। জঙ্গীপুর থানার "ধনপত নগর" গ্রাম এবং অন্যত্র –

হাম্মানে পাঁ।

তোন্রে পাঁ।

জেলা মালদহ :–

১। কালিয়াচক থানার "বালুটোলা" গ্রাম এবং অন্যত্র –

হাম্মার জানে পাঁ।

তোর জানে পাঁ।

২। রতুয়া থানার "দৌলতনগর" গ্রাম এবং অন্যত্র –

হাম্রা ম্যানুকে পাঁ।

তোর ম্যানুকে পাঁ।

দেখা যায় চাঁই ভাষায় "লঙ্কা" বা "মরিচ" কে কোন কোন অঞ্চলে বলে "মিচাই", "মিরচাই" আবার কোন কোন অঞ্চলে বলে "ঝাল"। তদ্রূপ "থালা" অঞ্চল ভেদে "হিপা", "থ্যারিয়া", "থ্যালিয়া", "থালি" ইত্যাদি বিভিন্ন নামে পরিচিত। সুতরাং অন্যান্য ভাষার মত চাঁই ভাষাতেও একই কারণে উপভাষার সৃষ্টি হয়েছে বলা চলে।

খ) চাঁই ভাষার ব্যাকরণের বৈশিষ্ট্য :-

এবারে চাঁই ভাষার ব্যাকরণের বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করা যাক ।—

১) বাংলা ভাষার শব্দের প্রথম অক্ষর "অ" কিংবা অ কারান্ত হলে চাঁই ভাষায় তার উচ্চারণে "অ্যা" এর আগম হয় । যেমন, —

অংশ - অ্যাংশ । কঠিন - ক্যাঠিন ।
অকাল - অ্যাকাল । গরম - গ্যারাম ।
অঙ্কুর - অ্যাঙ্কুর । পরদা - প্যাড়্দা ।
অপমান - অ্যাপমান । রসুন - র‍্যাসুন ।
হরিণ - হ্যারিণ । হতাশ - হ্যাতাশ ।

২) বাংলা ভাষার শব্দের প্রথমাক্ষর "আ" এবং দ্বিতীয় অক্ষর অকারান্ত হলে এই দ্বিতীয় অক্ষরের "অ" স্থানে "অ্যা" উচ্চারিত হয় । যেমন, —

আমন - আম্যান ।
আদর - আদ্যার ।
চাদর - চাদ্যার ।
বানর, বাঁদর - বান্যার ।
আসন - আস্যান ।

কিন্তু উক্ত অকারান্ত দ্বিতীয় বর্ণটি যদি হলন্ত হয়, তবে এই নিয়মের পরিবর্তন ঘটে । এমতাবস্থায় প্রথমাক্ষর "আ" এর উচ্চারণ "অ্যা" এর মত হয় । যেমন, —

আলতা - অ্যাল্তা । আরমান - অ্যারমান ।
আলপা - অ্যাল্পা । আঁচলা - অ্যাঁচ্লা ।
আধলা - অ্যাধলা । আলপোছা - অ্যালপোন্ছা ।
আপন - অ্যাপ্ন্যান । (দ্বিত্বের জন্য) ।
আসন - অ্যাস্ন্যান । (ঐ) ।

৩) তিন বর্ণ বিশিষ্ট শব্দের দ্বিতীয় বর্ণ অকারান্ত হ'লে চাঁটি ভাষায় "অ" স্থানে "অ্যা" উচ্চারিত হয় ।

ইতর — ইত্যার ।	করণ — কর‍্যাণ ।
ইজত — ইজ্যাত ।	রাবণ — রাব‍্যাণ ।
ইন্দুর — ইন্দ্যার ।	বাকল — বাক্যাল ।
উত্তর — উত্যার ।	বাসন — বাস্যান ।
ওজন — ওজ্যান ।	শিমুল — শিম্যাল ।

৪) বাংলা ভাষার "ঔ" কারের উচ্চারণ চাঁটিভাষাতে "অ্যাউ" এর মত হয় । যেমন, —

কৌটা — ক্যাউটা ।	কৌতূহল — ক্যাউতূহ্যাল ।
যৌতুক — য্যাউতুক ।	কৌশল — ক্যাউশল ।
চৌকি — চ্যাউকি ।	গৌড় — গ্যাউড় ।

৫) অনেক ক্ষেত্রে "ঋ" কারের উচ্চারণ চাঁটি ভাষায় উচ্চারণ দোষে বিকৃত হয়ে "ইর" মত উচ্চারিত হয় । যথা, —

কৃপণ — কিরপিন ।	গৃহস্থালী — গিরহ্যাস্তালী ।
কৃষি — কিরষি ।	গৃহিণী — গির হাইন ।
কৃষক — কিরষান ।	বৃথা — বিরথা ।
মৃগী — মিরগী ।	হৃদয় — হিরদ্যায় ।

৬) অনেক সময় চাঁটি ভাষায় "এ" কারের উচ্চারণ বিকৃতভাবে "অ্যা" এর মত উচ্চারিত হয় । কয়েকটা উদাহরণ দিই, —

এদিকে — অ্যাকেরাড় ।
এখন — অ্যাখনি ।
একলা — অ্যাকাল্লে ।
এইটা — অ্যাইটা ।
এলোমেলো — অ্যাউলা ম্যাল্কা ।

৭) চাঁই ভাষায় কোন কোন সময় শব্দের প্রথম বর্ণের "উ" কার পরিবর্তিত হয়ে "ও" কারের রূপ গ্রহণ করে । যেমন, —

কুঠরী – কোঠরী । ডুলি – ডোলি । খুঁটনী – খোটরী ।
কুঠি – কোঠি । চুরি – চোরি । পুকুর – পোখার ।
কুমড়া – কোঁহড়া । ধুতি – ধোতি । ধুরী – ধোরী ।
টুপী – টোপী । গুলি – গোলি । পুনশ্চ – পোন্নাইছ্ ।

৮) শব্দের প্রথম অক্ষর "ন" হলে চাঁইভাষায় "ন" স্থানে "ল" উচ্চারিত হয় । কয়েকটা উদাহরণ দিই, —

নদী – ল্যান্দী । নবাব – ল্যাবাব ।
নয়া – লায়া । নগর – ল্যাগ্গার ।
নানা – লালা । নরম – ল্যারাম ।
নাড়ু – লাড়ু । নবমী – ল্যাউমী ।
নল – ল্যাল । নালিশ – লালিশ ।
নবান্ন – ল্যাবান্ । নারিকেল – ল্যারিক্যাল ।

৯) চাঁই ভাষায় শব্দের উচ্চারণে ব্যঞ্জন বর্ণে দ্বিত্ব করণের দিকে বিশেষ ঝোঁক দেখা যায় । অনেক সময় শব্দটির উপর জোর দেওয়ার জন্য এরূপ সংযুক্ত ব্যঞ্জন বর্ণের প্রয়োগ দেখা যায় । যেমন, —

উপর – উপ্পার । চালাক – চাল্লাক ।
এত – এত্তা । জুতা – জুত্তা ।
কত – কেত্তা । দুয়ানী – দুয়ান্নী ।
কম – ক্যাম্মি । ধুলা – ধুল্লা ।
কাল – ক্যাল্লা । নদী – ল্যান্দী ।
কচু – ক্যাচ্চু । পাতা – প্যাত্তা ।
কিছু – কুচ্ছু । পাকা – প্যাক্কা ।
ঝিনী – ঝিন্নী । পিঠা – পিঠ্ঠা ।
খুঁটি – খুট্টি । মাছ – ম্যাচ্ছি ।
খোপা – খোঁপ্পা । মুলুক – মুল্লুক ।

১০) অকারান্ত ধ্বন্যাত্মক শব্দের উচ্চারণে চাঁই ভাষায় "অ" স্থানে "অ্যা" এর আগম হয়। যেমন, —

বাংলা ভাষা :— ১। কল কল ক'রে বয়ে যাচ্ছে।
২। ঝন ঝন ক'রে বেজে উঠল।
৩। ঝট পট করে কাজটা কর।

চাঁই ভাষা : — ১। ক্যান ক্যাল ক্যারিকে ব্যাহিকে যাযায়।
২। ঝ্যান ঝ্যান ক্যারিকে ব্যাজিকে উঠলায়।
৩। ঝ্যাট প্যাট ক্যারিকে কামটা ক্যার।

১১) পৃথিবীর প্রতিটি উন্নত ভাষাতেই তার সাধু ও কথ্য ভাষা দুটি রূপ থাকে। কিন্তু চাঁই ভাষার কোন লিখিত বা মার্জিত রূপ না থাকায় এর কোন সাধু ভাষা নেই। তাই পশ্চিমবঙ্গে বাংলা ভাষার একার্থ প্রকাশক বিভিন্ন শব্দের সর্বাপেক্ষা সহজ ও নিকৃষ্ট শব্দটিই চাঁই ভাষায় ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। উদাহরণ দিই, —

১। নারী, মহিলা, স্ত্রীলোক, বামা, কামিনী, মাগী — মাউগী।
২। জননী, জন্মদায়িনী, মাতা, মা = মা।
৩। শশধর, সুধাংশু, ভাস্কর, ইন্দু, চন্দ্র, চাঁদ = চাঁদ। (চান্দ থেকে জাত।)
৪। মূষিক, ইন্দুর, ইঁদুর, মুষ = মুষা।
৫। উপপতি, অপরপতি, পুরুষপতি, জার, নাং = নাং।

১২) বাংলা ভাষায় নিষেধার্থক বাক্যে "না" শব্দটি ক্রিয়ার পরে বসে, কিন্তু চাঁই ভাষায় এই নিষেধার্থক শব্দটি ক্রিয়ার পূর্বে বসে। যেমন, —

বাংলা ভাষা :— ১। আমি আজ ভাত খাব না।
২। তুমি নদীতে স্নান করনি।
৩। কুকুরটা এখনও মরেনি।
৪। সে কি শুনতে পাচ্ছে না?

চাঁই ভাষা :— ১। হ্যাম্মা অইজ ভাত ন্যাই খাপু ।

২। তাঁয় ন্যাস্টীমা ন্যাই ন্যাহ্যায় ন্যাথা ।

৩। কুত্তাটা এাখ্নিও ন্যাই ম্যার ন্যাহা ।

৪। উ কি শুন্যা ন্যাই পাভাহ্যায় ?

১৩) চাঁই ভাষাতে হিন্দী এবং বিকৃত বাংলা ভাষার প্রবণতাই অধিক পরিলক্ষিত হয় । অবশ্য বিহারের চাঁই ভাষাতে বাংলা ভাষার প্রভাব স্বাভাবিক কারণেই নেই । সেখানে সেস্থান দখল করেছে হিন্দী । নিম্নের উদাহরণ থেকেই এ বিষয়ে স্পষ্ট হয়ে উঠবে । —

বাংলা ভাষা :— ১। বিড়ালের পা ভেঙে গেল ।

২। আমি টাকা চাই ।

৩। তুমি রুটি খাবে ।

চাঁই ভাষা :- ১। বিল্লিকে পাঁ ভাঙ গেলায় ।

২। হ্যাম্মা টাকা ম্যাঙ্গাহি ।

৩। তাঁয় রোটি খাইবে ।

উপরের বাক্যগুলির উচ্চারণে হিন্দীর প্রভাবই বেশী পরিলক্ষিত হয় ।

১৪) পদবিধি ভাষা বিজ্ঞানের একটা অন্যতম প্রধান অঙ্গ । চাঁই ভাষার মধ্যেও পদবিধির সূত্রগুলি দৃষ্ট হয় । এ বিষয়ে কয়েকটা উদাহরণ দিই, —

বাংলা ভাষা :- ১। আমি বাজার যাব ।

২। নির্মলা স্কুলে পড়িতে যায় ।

৩। অপূর্ব বনে দেখতে যাবে ।

উপরের বাংলা ভাষার রূপটা চাঁই ভাষার বিচারে পদবিধির একটা ছককে অনুসরণ করে দেখান হল । [6]

কর্তা	অসমাপিকা	করণ	অধিকরণ	গৌণ কর্ম	মুখ্য কর্ম	ক্রিয়া
১। হ্যাম্মা	-	-	বাজার	—	—	যাপু ।
২। নির্মলা	-	-	স্কুলম্মা	পাড়োনা	—	যাযায় ।
৩। অপূর্ব	-	-	—	—	কানিয়া	দেখা যাভায় ।

১৫) চাঁই ভাষায় সর্বনাম পদটি কিন্তু লক্ষ্য করার মত। বাংলা ভাষায় পুরুষ ও বচন ভেদে সর্বনাম পদের রূপ পরিবর্তন হয়। কিন্তু চাঁই ভাষায় তা দেখা যায়না। উদাহরণ দিই, —

বাংলা ভাষা	চাঁই ভাষা
১। সে, তিনি, উনি।	১। উ।

দেখা যাচ্ছে প্রথম পুরুষ একবচনে সাধারণ এবং সম্ভ্রমসূচক সবার ক্ষেত্রেই একটিমাত্র পদ "উ" ব্যবহৃত হচ্ছে। ক্রিয়া পদের ক্ষেত্রেও এনিয়মের কোন ব্যতিক্রম নেই। যেমন, —

বাংলা ভাষা	চাঁই ভাষা
১) সে বাড়ী যাবে।	উ ঘার যাজায়।
২) তিনি বাড়ী যাবেন।	
৩) উনি বাড়ী যাবেন।	

এখানে বাংলাভাষার তিনটি বাক্যকে চাঁই ভাষায় মাত্র একটি বাক্যেই প্রকাশ করা হয়েছে।

১৬) সর্বনাম পদের পুরুষ বিচার : —

চাঁই ভাষাতে উত্তম, মধ্যম এবং প্রথম এই তিন প্রকার পুরুষই দৃষ্ট হয়। তবে বাংলা বা হিন্দী ভাষার পুরুষের সাথে এর সাদৃশ্য নেই। চাঁই ভাষায় প্রথম পুরুষ এবং মধ্যম পুরুষে একটি মাত্র রূপ দেখা যায়। সম্ভ্রম ভেদে এর কোন পরিবর্তন হয় না। পুরুষ ভেদে সর্বনাম পদের সম্পূর্ণ রূপের পরিচয় এবার দেওয়া হচ্ছে, —

উত্তম পুরুষ

কারক	বচন	বাংলা ভাষায় রূপ	চাঁই ভাষায় রূপ
কর্তা	এক বচন	আমি	ঘ্যাম্মা ।
"	বহু বচন	আমরা, মোরা	ঘ্যামৃরা ।
কর্ম	এক বচন	আমাকে, আমায়, আমারে, মোরে	ঘ্যামরাকে ।
"	বহু বচন	আমাদেরকে, আমাদিগকে, মোদেরে	ঘ্যামরা ক্যানে ।
করণ	এক বচন	আমার দ্বারা, আমা কর্তৃক, আমাকে দিয়া	ঘ্যাম্মার দ্বারা ।
"	বহু বচন	আমাদের দ্বারা, আমাদিগ কর্তৃক	ঘ্যাম্মার ক্যানে দ্বারা
সম্প্রদান	এক বচন	আমাকে, আমায়, আমারে, মোরে	ঘ্যামরাকে ।
"	বহু বচন	আমাদেরকে, আমাদিগকে, মোদেরে	ঘ্যামরা ক্যানে ।
অপাদান	এক বচন	আমা হইতে, আমার থেকে	ঘ্যামরা সে ।
"	বহু বচন	আমাদিগ হইতে, আমাদের থেকে	ঘ্যাম্মার ক্যানে সে ।
অধিকরণ	এক বচন	আমায়, আমাতে, মোতে	ঘ্যামরা ম্যা (মে)
"	বহু বচন	আমাদিগতে, আমাদের মধ্যে	ঘ্যাম্মার ক্যানে ম্যা ।
সম্বন্ধ পদ	এক বচন	আমার, মোর, মম	ঘ্যাম্মার ।
"	বহু বচন	আমাদের, মোদের	ঘ্যাম্মার ক্যানে ।

মধ্যম পুরুষ

কারক	বচন	বাংলা ভাষার রূপ	চাঁই ভাষার রূপ
কর্তা	এক বচন	আপনি, তুমি, তুই	তাঁয় ।
"	বহু বচন	আপনারা, তোমরা, তোরা	তোরা ।
কর্ম	এক বচন	আপনাকে, তোমাকে, তোকে	তোরাকে ।
"	বহু বচন	আপনাদেরকে, তোমাদেরকে, তোদেরকে	তোরা কানে ।
করণ	এক বচন	আপনার দ্বারা, তোমার দ্বারা, তোর দ্বারা	তোর দ্বারা ।
"	বহু বচন	আপনাদের দ্বারা, তোমাদের দ্বারা, তোদের দ্বারা	তোরকানে দ্বারা
সম্প্রদান	এক বচন	আপনাকে, তোমাকে, তোকে	তোরাকে ।
"	বহু বচন	আপনাদেরকে, তোমাদেরকে, তোদেরকে	তোরাকানে ।
অপাদান	এক বচন	আপনার চেয়ে, তোমার চেয়ে, তোর থেকে,	তোরা সে ।
"	বহু বচন	আপনাদের চেয়ে, তোমাদের চেয়ে, তোদের চেয়ে	তোর কানে সে ।
অধিকরণ	এক বচন	আপনার মধ্যে, তোমার মধ্যে, তোর মধ্যে	তোর মা (মে)।
"	বহু বচন	আপনাদের মধ্যে, তোমাদের মধ্যে, তোদের মধ্যে	তোর কানে মা।
সম্বন্ধ পদ	এক বচন	আপনার, তোমার, তব, তোর -	তোর ।
"	বহু বচন	আপনাদের, তোমাদের, তোদের	তোর কানে ।

প্রথম পুরুষ

কারক	বচন	বাংলা ভাষার রূপ	চাঁই ভাষার রূপ
কর্তা	এক বচন	তিনি, উনি, সে	উ
"	বহু বচন	তাঁহারা, উনারা, তারা	ওহ্‌রা ।
কর্ম	এক বচন	তাঁহাকে, উনাকে, তাকে	ওহ্‌রা কে ।
"	বহু বচন	তাঁহাদেরকে, উনাদেরকে, তাদেরকে	ওহ্‌রা ক্যানে ।
করণ	এক বচন	তাঁহার দ্বারা, উনারদ্বারা, তার দ্বারা	ওক্যার দ্বারা ।
"	বহু বচন	তাঁহাদের দ্বারা, উনাদের দ্বারা, তাদের দ্বারা।	ওক্যার ক্যানে দ্বারা
সম্প্রদান	এক বচন	তাঁহাকে, উনাকে, তাকে -	ওহ্‌রাকে ।
"	বহু বচন	তাঁহাদেরকে, উনাদেরকে, তাদেরকে	ওহ্‌রা ক্যানে ।
অপাদান	এক বচন	তাঁহার চেয়ে, উনার চেয়ে, তার চেয়ে	ওহ্‌রা সে ।
"	বহু বচন	তাঁহাদের চেয়ে, উনাদের চেয়ে, তাদের চেয়ে	ওহ্‌রা ক্যানে সে ।
অধিকরণ	এক বচন	তাঁহার মধ্যে, উনার মধ্যে, তাতে	ওহিম্যা ।
"	বহু বচন	তাঁহাদের মধ্যে, উনাদের মধ্যে, তাদের মাঝে	ওক্যার ক্যানে বিচম্যা ।
সম্বন্ধ পদ	এক বচন	তাঁহার, উনার, তাঁর,	ওক্যার ।
"	বহু বচন	তাঁহাদের, উনাদের, তাদের	ওক্যার ক্যানে ।

বলা বাহুল্য উক্ত সর্বনাম পদে নিকটস্থ ব্যক্তি বা বস্তু নির্দেশ করতে চাঁই ভাষাতে "উ" স্থানে "ই" এবং "ও" স্থানে "এ" হয় । যেমন, —

তিনি, উনি, সে — উ

কিন্তু ইনি, এ — ই

আবার তাঁহারা, উনারা, তারা — ওহ্‌রা ।

কিন্তু ইনারা, ইহারা, এরা — এহ্‌রা ।

তাঁহাদের, উনাদের, তাদের — ওক্যার ক্যানে ।

কিন্তু ইনাদের, ইহাদের, এদের — এক্যার ক্যানে ।

১৭) সম্বোধন শব্দের পূর্বে বাংলা ভাষায় হে, ওহে, অয়ি, ওগো, ওরে, ওলো ইত্যাদি সম্বোধন সূচক অনন্বয়ী অব্যয় ব্যবহৃত হয়। কিন্তু চাঁই ভাষায় মান্য ব্যক্তির সম্বোধনে পুংলিঙ্গে হো, খাঁহো, এবং স্ত্রীলিঙ্গে - শে, খাঁশে ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়।

যেমন, — ১। খাঁহো, তাঁয় কীথা হাইবে ?
২। খাঁশে দিদি, পাঁচটা টাকা দেবা পারবে ?

চাঁই ভাষায় সাধারণের ক্ষেত্রে সম্বোধনে পুংলিঙ্গে রে, এবং স্ত্রীলিঙ্গে টে ব্যবহৃত হয়।
যেমন, — ১। খাঁরে রমেশ, আইজ কি ছুট্টি হায় ?
২। খাঁরা, তোরা স্যাবকে হাইবে কি টে ?

১৮) শব্দ বিভক্তি :—

চাঁই ভাষায় শব্দ বিভক্তি লক্ষ করার মত। বাংলা ভাষার সাথে এর কোন অংশে মিল নেই। চাঁই ভাষার শব্দ বিভক্তির পরিচয় নিম্নে দেওয়া হল। —

কারক	এক বচন	বহু বচন
কর্তা	এ বা শূন্য	রা, গ্যালা।
কর্ম	কে	কানে
করণ	দ্বারা, দেকে, সে	দ্বারা, দেকে, সে।
সম্প্রদান	কে	কানে, কে
অপাদান	সে, সেতি	সে, সেতি
অধিকরণ	মা, মে	মা, মে
সম্বন্ধ পদ	কে (প্রথম পুরুষ)	কে
"	র (উত্তম এবং মধ্যম পুরুষ)	কানে

শব্দ বিভক্তির বাক্যে প্রয়োগ, —

পুলিশ লাঠিদেকে চোরকে মারাহায়।
ভিখারীকে পাইসা দেঁহি।
রাম হামরাসে বাড়কা হায়।
কাপদীমা মাছি হায়।
মীরাকে ডাইয়া।
হাম্মার ঘার।

১৯) ক্রিয়া পদ :—

চাঁই ভাষার ক্রিয়া পদটি বিচিত্র ধরণের । এই ভাষায় সাধারণ বর্তমান এবং ঘটমান বর্তমান কালের চেহারা একই প্রকার । ক্রিয়ার মূল ধাতুর সঙ্গে "যায়" "যান্তায়" ইত্যাদি যোগ করে তা প্রকাশ করা হয় । যেমন —

সাধারণ বর্তমান	— মীরা পড়ে ।	}	মীরা পাঢ়্যো যায় ।
ঘটমান "	— মীরা পড়ছে ।	}	
পুরাঘটিত "	— মীরা পড়েছে ।	—	মীরা পাঢ়্যাহ্‌কা যায় ।

অতীত কাল :—

রাম লিখিয়াছিল — রাম লিখল্যাহ্যায় ।

রাম লিখিতেছিল — রাম লিখতে যান্তায় ।

ভবিষ্যৎ কাল :—

স্বর্ণা স্কুলে যাবে — স্বর্ণা স্কুল যাতায় ।

স্বর্ণা স্কুল যেতে থাকবে — স্বর্ণা স্কুল যাইতে রাহ্যাতাউ বা রাহ্যাতায় ।

২০) চাঁই ভাষায় কর্তা ভেদে ক্রিয়ার কালের পরিবর্তনের সঙ্গে এর উচ্চারণ বৈচিত্র্য লক্ষণীয় । এই নিয়ম যে কোন ক্রিয়ার ক্ষেত্রেই প্রয়োগ করা চলে ।

বর্তমান কাল :—

আমি ভাত খাই — হ্যাম্মা ভাত খাহি ।

তুমি ভাত খাও / আপনি ভাত খান — তাঁয় ভাত খাহাঁ ।

সে ভাত খায় / তিনি, উনি ভাত খান — উ ভাত খাহায় ।

অতীত কাল :—

আমি ভাত খেয়েছি — হ্যাম্মা ভাত খ্যায়লিহা ।

তুমি ভাত খেয়েছ / আপনি ভাত খেয়েছেন — তাঁয় ভাত খ্যায়ল্যাহাঁ ।

সে ভাত খেয়েছে
তিনি ভাত খেয়েছেন । — উ ভাত থ্যানকাথ্যায় ।

ভবিষ্যৎ কাল : —

আমি ভাত খাব — হ্যাম্মা ভাত থাপ্‌ ।
তুমি ভাত খাবে
আপনি ভাত খাবেন — তাঁয় ভাত থ্যায়বে ।
ইনি ভাত খাবেন
এ ভাত খাবে । — ই ভাত থ্যাতায় ।

১১) ক্রিয়া বিভক্তি : —

পূর্বোল্লিখিত বাক্যগুলিতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে বাংলা ভাষার সাথে চাঁই ভাষার ক্রিয়াপদে কোন সাদৃশ্য নেই । ক্রিয়া বিভক্তির পার্থক্যই এর মূল কারণ । ক্রিয়ার কাল ভেদে ক্রিয়া বিভক্তির পরিচিতি দিয়ে দেওয়া হ'ল ।

বর্তমান কাল

	উত্তম পুরুষ	মধ্যম পুরুষ	প্রথম পুরুষ
সাধারণ বর্তমান —	থি	থাঁ	থ্যায়
ঘটমান " —	থি	থাঁ	থ্যায়
পুরাঘটিত " —	নিথ্যা	ল্যাথাঁ	ল্যাথ্যা ।
অনুজ্ঞা " —	—	পুনা	উক

অতীত কাল

	উত্তম পুরুষ	মধ্যম পুরুষ	প্রথম পুরুষ
সাধারণ অতীত	লি, ঈলি	লে, ঈলে	লায়, লায় ।
নিত্যবৃত্ত "	তি	তাম	ঈব, তাঈব ।
ঘটমান "	তে থ্যালি	তে থ্যালাম	তে থ্যালায় ।
পুরাঘটিত "	লিথ্যা	লাথী	লাথ্যায়, লাথ্যায়

ভবিষ্যৎ কাল

	উত্তম পুরুষ	মধ্যম পুরুষ	প্রথম পুরুষ
সাধারণ ভবিষ্যৎ	ণ	ঈবে, বে	তায়
ঘটমান "	ঈতে, রাথ্যাণ্	ঈতে, রাথ্যাবে	ঈতে রাথ্যাতায়
পুরাঘটিত "	কে রাথ্যাণ্	কে রাথ্যাবে	কে রাথ্যাতায়
অনুজ্ঞা "	—	ঈথ্যান্	তায়, উক

২২) লিঙ্গ প্রকরণ :-

ঠাঁই ভাষার পুংলিঙ্গ শব্দগুলোকে তিন প্রকারে স্ত্রীলিঙ্গে পরিবর্তিত করা হয় ।যথা,-

১) পুংলিঙ্গ শব্দের উত্তর স্ত্রী প্রত্যয় যোগ ক'রে ।
২) ভিন্ন শব্দ প্রয়োগ ক'রে ।
৩) স্ত্রীবোধক শব্দ যোগ ক'রে ।

ক) "ঈ" প্রত্যয় যোগে :—

কাকা - কাকী । কানা - কানী ।
ছাগা - ছাগী । নানা - নানী ।
ঘাঘু - ঘাঘী । দৌড়া - দৌড়ী ।
পাগ্লা - পাগ্লী । ভাইপ্না - ভাইপ্নী ।
মুরগা - মুরগী । দাদা - দাদী (দিদিমা) ।

খ) "নী" প্রত্যয় যোগে :—

ঘাণ্টীর – খাণ্টারনী । ডাক্তার – ডাক্তারনী ।
চামার – চামারনী । কামার – কামারনী ।
স্বার্দার – স্বার্দারনী । মেথার – মেথ্রানী ।

গ) ''আনি" প্রত্যয় অনেক সময় চাঁই ভাষায় বিকৃত ভাবে "আনিয়া" উচ্চারিত হয় । যথা, —

ডোম – ডোমানিয়া, তেলিয়া – তেলানিয়া,
জোলা – জোলানিয়া, ম্যাত্রান – ম্যাতুলানিয়া,
ধোবিয়া – ধোবানিয়া, নাওয়া (নাপিত) – নাওয়ানিয়া ।

ঘ) ভিন্ন শব্দ যোগে :—

দামাৎ (জামাই) – বেটী, দুলাহা (বর) – কানিয়া,
ভাইয়ে (ভগ্নীপতি) – বাহিন, দাদা – ভাউজ (বৌদি),
দেওর, ভাইশুর – গোত্নী (জা), ম্যারদা – ম্যাউগী ।

ঙ) স্ত্রী বোধক শব্দ যোগে :—

বেটা ল্যাড়কা – বেটী ল্যাড়কা ।
পুরুষ মানুষ – ম্যাউগী মানুষ ।
ম্যারদা পাইট – ম্যাউগী পাইট ।

১৩) সন্ধির ব্যবহার :—

সন্ধি ভাষা বিজ্ঞানের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ । চাঁই ভাষাতেও এই সন্ধির ব্যবহার পরিলক্ষিত হয় । সন্ধির ক্ষেত্রে এই ভাষার নিজস্ব কোন স্বতন্ত্র নিয়ম নেই । এ বাংলা ভাষাকেই অনুসরণ করে । চাঁই ভাষায় সন্ধির ব্যবহারের কয়েকটা উদাহরণ দেওয়া হল,—

তোর ক্যানে বিছ্যা নায়ক কে খ্যাকাস ?
উাঁয় যে স্যাপুক উচ্ছেদ ক্যার দেলাহি ?
বাপরে বাপ ক্যাইসিবে উদ্ধার ক্যারবাউ ?
আশীর্বাদ ক্যারহিয়াউ উাঁয় ব্যাড়কা যো ।

১৪) বিদেশী ভাষার প্রভাব :—

"ত্রয়োদশ শতাব্দী হইতে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত মুসলমান শাসনের আওতায় বেশ কিছু ফারসী শব্দ এবং ফারসী ভাষার মাধ্যমে বেশ কিছু আরবী, তুর্কী শব্দও বাংলা ভাষায় অনুপ্রবিষ্ট হয়। ষোড়শ শতাব্দী হইতে বাংলাদেশের (তথা ভারতবর্ষের) সঙ্গে ইউরোপীয় দেশগুলির ঘনিষ্ঠ বাণিজ্যিক, সাংস্কৃতিক এবং রাষ্ট্রীয় ও রাজনৈতিক যোগাযোগের ফলে বহু ইউরোপীয় ভাষার শব্দ বাংলা ভাষায় আসিয়াছে। ইহাদের মধ্যে পর্তুগীজ, ফরাসী, ওলন্দাজ ও ইংরেজী ভাষা সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। এছাড়া কিছু চীনা, বর্মী, জার্মানী এবং রুশ প্রভৃতি ভাষার শব্দও বাংলা ভাষায় অনুপ্রবেশ করিয়াছে।"[৭]

বলা বাহুল্য এই সমস্ত বিদেশী ভাষা বাংলাভাষাকে আশ্রয় করে পশ্চিমবঙ্গে চাঁই ভাষাতেও অনুপ্রবেশ করেছে; তবে তা অবিকৃত থাকেনি। চাঁই ভাষার উচ্চারণ বৈশিষ্ট্যের কারণেই এগুলি অনেক ক্ষেত্রে বিকৃতভাবে উচ্চারিত হয়। এই সমস্ত বিদেশী শব্দের কয়েকটা উদাহরণ দিই, —

ফারসী :— আন্দাজ — অ্যান্দাজ, কম — ক্যাম্ম,
নগদ — ন্যাগাদ, খরচ — খ্যারাচ,
চশমা — চ্যাশমা, রুমাল — রোমাল,
বাদাম — ব্যাদাম, দোকান — দোকান,
দালান — দ্যালান।

আরবী :— আইন — আইন, খুন — খুন,
কাগজ — কাগ্যাজ, কলম — ক্যালাম,
আদালত — আদাল্যাত, কবর — ক্যাব্যার,
ওজন — ওজ্যান, হজম — হ্যাজ্যাম,
ফসল — ফ্যাসল।

তুর্কী :— আলখাল্লা — অ্যালখাল্লা, উজবুক — উজবুক,
কাঁচি — কাঁইচি, কুলি — কুলি,
চাকু — চ্যাকু, দারোগা — দ্যারোগা,
লাশ — লাশ।

পোর্তুগীজ :— আলকাতরা — আলকাতরা, গামলা — গামলা,
বারান্দা — ব্যারান্ডা, আতা — আতা,
বোতল — বোতাল, পেঁপে — পিপাইয়া,
কেরানী — কেরানী, ফিতা — ফিতা
সাবান — সাবান

ওলন্দাজ :— ইস্কাবন — ইস্কাপান, রুইতন — রুইতান,
হরতন — হ্যারতন, তুরুপ — তুরুপ।

ইংরেজী :— অন্যান্য বিদেশী শব্দের ন্যায় বহু ইংরেজী শব্দ চাঁই ভাষায় অনুপ্রবেশ করেছে। তবে একটা লক্ষ্যনীয় বিষয় এই যে এই সমস্ত ইংরেজী শব্দের প্রায় সমস্তই অবিকৃতভাবে থেকেছে। উচ্চারণ কাঠিন্য এবং ইংরেজী ভাষার প্রতি আকর্ষণই এর একমাত্র কারণ।

নিম্নে এই সমস্ত শব্দের কিছু উদাহরণ দেওয়া হ'ল।—

চেয়ার, টেবিল, অফিস, ষ্টেশন, কলেজ, কোর্ট, বাস, ট্রাম, ট্রেন, ট্যাক্সি, পেন, বল, ক্রিকেট, ডাক্তার, ইঞ্জিনীয়ার, ইত্যাদি। এই সব ইংরেজী শব্দ অবিকৃতভাবে চাঁই ভাষায় ব্যবহার হতে দেখা যায়।

চীনা :— লুচি, লিচু — লেচু, চা, চিনি, চামচ — চামুচ।

বর্মী :— লুঙ্গি, ঘুগনি ইত্যাদি

১৫) একই শব্দের বিশিষ্টার্থে প্রয়োগ :—

চাঁই ভাষায় বিশেষ্য, বিশেষণ ও ক্রিয়াপদের একই শব্দের বিশিষ্টার্থে প্রয়োগ পরিলক্ষিত হয়। নিম্নে এর উদাহরণ দেওয়া হল।—

ক) বিশেষ্য শব্দ :-

মাথা - বীরেন বাবু আইটা গাঁকে মাথা (প্রধান),
ওকার আজ মা খুব মাথা আয় (বুদ্ধি),
মাথা ঠান্ডা করিকে কাম কারবিয়ান,
(রাগ না করা), মাথা মুণ্ড কুছু বুঝ্যা
নায় পারিছি (অর্থহীনতা)।

মুখ - মুখ সামলাকে কাথা কাহ্যাবে (সাবধান ভাবে), মুখে মুখে
তর্ক ক্যারাম্যাং (সামনা সামনি), তোর মুখ শুখ্যান ল্যাগ্যা-
ছাউ ক্যাইনা ? (বিষণ্ণ) ।

খ) বিশেষণ শব্দ :-

গরম / গ্যারাম - ওকার টাকাকে গ্যারাম দেখ্যাইক কে ? (অহংকার),
হাম্মার গ্যারাম কাপড়াটা আনতো (শীতবস্ত্র),
গ্যারাম গ্যারাম নুচি দে (টাটকা) ।

কাঁচা / ক্যাচা - ক্যাচা আম (অপক্ক), ক্যাচা রাং (টেকসই নয়),
ক্যাচা মাংস (আ-রাঁধা) ক্যাচা বাতকে লিখা (অপরিণত),
ক্যাচা কাঠ (অ-শুষ্ক) ।

গ) ক্রিয়া শব্দ :-

লাগা / ল্যাগা - ওঁায় চোখ ল্যাগাব্যাধাঁ ক্যাইনা ? (নজর লাগান),
এক্কেবারে ভাব্ ল্যাগা দেলে ? (অবাক করা),
ওক্যার পাছেমা ল্যাগলি যাঁ ক্যাইনা ?
(বিরুদ্ধাচরণ করা) ।

১৩) মূল শব্দে "হ" না থাকলেও অনেক সময় ঠাঁই ভাষাতে শব্দের উচ্চারণে "হ" এর আগম পরিলক্ষিত হয় । যেমন, —

মধু - ম্যাহু । বৌ, বঁধু - ব্যাহু । গম, গধুম - গ্যাহুম ।
বুড়ি - বুড়িহ্যা । কুঘড়া - কৌহোড়া ।

২৭) অনুনাসিক স্বরের প্রাধান্য :-

চাঁই ভাষায় অনেক শব্দ উচ্চারণ কালে মুখ ও নাসিকা উভয় পথে শ্বাস বায়ু বেরিয়ে আসার ফলে "নাকী" সুরে উচ্চারিত হয়ে থাকে । এইরূপ অনুনাসিক স্বরের ব্যবহার চাঁই ভাষায় একটি লক্ষণীয় বিষয় । কয়েকটি উদাহরণ দিই, -

হাঁ হো ঔঁয় কাঁহা যাইবে ? ঘোঁড়া ভাব আঁটা
খা গেলায় । কুঁয়াকে আনধ্যা পাঁ ধোলে ।

২৮) শব্দদ্বৈত :-

শব্দ দ্বৈত বলতে সাধারণভাবেই বুঝায় শব্দের দ্বিত্ব বা একই শব্দের পুনরাবৃত্তি । চাঁই ভাষায় এই শব্দ দ্বৈত সম্পূর্ণভাবে বাংলা ভাষাকেই অনুসরণ করে । শব্দ দ্বৈত নানাভাবে গঠিত হয় । -

পুনরাবৃত্তি - বারে বারে কাহিনা কেন কারবে ?
খাবারটা গাঁয়ে গাঁয়ে বাড়ি গেলায় ।

ঔদার্যে - ছাউড়ীটাকে বেশ পাতলা পাতলা পাড়ান । ছারটা খুব
গাঁকা গাঁকা নাগাথায় ।

ক্রিয়ার দীর্ঘ স্থায়িত্ব - লিখতে লিখতে হাত দুখি গেলায় । নাড়লটা কানতে
কানতে শুতি গেলায় ।

উৎকণ্ঠা - থার থার ন্যাড়লটা গিরি যাতায় । মাথাটা ঘাম ঘাম
ঘারিতকে বাধ্যা নায় পরিচি ।

বহুলত্ব বাচক - হাজার হাজার মানুষ হাজির হ্যালায় । বাস্তা বাস্তা
ধান পাচ্ছি গেলায় ।

২৯) যুগ্ম শব্দের শব্দদ্বৈত :—

সমার্থক— দ্যার – দাম ক্যারিকে জিনিষ কিনবে ।

ছি ছি তোর লাজ – শ্যারাম বোলতে কুছু নায় থাও ।

বিপরীতার্থক — উচ্চা – নীচ্চা দেখিকে হাঁটবে ।

দিন— রাত ক্যাইমিকে কি ভাবাথা ?

বিভিন্নার্থক – যাত – পাঁ পুটিয়াকে ক্যাইসি থাকাস যে ?

উ ঘার – দুয়ার বেচিকে চান দেনাথ্যা ।

৩০) শব্দবিকার বাচক শব্দ দ্বৈত :—

এই রূপ শব্দ দ্বৈতে প্রথমাংশ অর্থপূর্ণ হয়, আর দ্বিতীয়াংশটি প্রথমাংশের বিকৃতি । প্রথমাংশের মাধুর্য বাড়ানই এর কাজ । ঠাঁই ভাষায়ও এইরূপ শব্দ দ্বৈতের অভাব নেই । যেমন, —

মিট-মাট, কাম-টাম, বোকা-সোকা, গাঁঠা-টাঁঠা,

ল্যাড়কা - ফ্যাড়কা, ক্যাপড়া - ল্যাত্তা ।

৩১) ধ্বন্যাত্মক শব্দের শব্দ দ্বৈত :—

বাংলা ভাষার ন্যায় ঠাঁই ভাষাতেও এমন অজস্র শব্দ আছে, যেগুলি সুনির্দিষ্ট অর্থবোধক নয়, অথচ প্রকৃতিক ধ্বনির অনুকরনের দ্বারা বিশেষ বিশেষ ভাব বর্ণনা করে । এইগুলিই ধ্বন্যাত্মক শব্দ ।

ধ্বন্যাত্মক শব্দের বিশেষ্যরূপে ব্যবহার :—

ওতা কি কি ক্যারাথ্যাৎ তো ? রাতদিন থ্যাচ থ্যাচ অাচ্ছা ন্যায় ল্যাগ্যাথ্যায় ।

ধ্বন্যাত্মক শব্দের বিশেষণ রূপে ব্যবহার :—

ক্যানক্যানিয়া ঠাণ্ডা, লিক্ লিকিয়া চেহারা ।

ধ্বন্যাত্মক শব্দের ক্রিয়া রূপে ব্যবহার :—

দাঁত ক্যান্ ক্যানাকাথ্যায় ।

বাগ্যান ক্যান্ ক্যানালায় ।

৩২) প্রত্যয় :-

নূতন নূতন শব্দ সৃষ্টির পেছনে প্রত্যয়ের অবদান সর্বজন স্বীকৃত । বাংলা ভাষার মত চাঁই ভাষাতেও কৃৎ এবং তদ্ধিত প্রত্যয়ের ব্যবহার রয়েছে । চাঁই ভাষার প্রত্যয়গুলির চিহ্ন প্রায় বাংলা ভাষার মতই । কেবল যে সমস্ত ক্ষেত্রে এর স্বাতন্ত্র্য পরিলক্ষিত হয় সেই বিষয়েই এখানে আলোচনা করা হল ।

কৃৎ প্রত্যয় -

ক) বাংলা ভাষায় ধাতুর উত্তর "অন" প্রত্যয় হয় । কিন্তু চাঁই ভাষাতে "অন" এর স্থলে "আন" ব্যবহৃত হয় । যেমন, -

ঝুলন - ঝুল্যান, ফলন - ফ্যাল্যান, জতন - জত্যান,
মরণ - ম্যার‍্যাণ ।

খ) বাংলা ভাষায় অভ্যস্ত বা নিপুণতা অর্থে কর্তৃবাচ্যে ধাতুর উত্তর "ইয়ে" প্রত্যয় হয় । কিন্তু চাঁই ভাষাতে "ইয়ে''র পরিবর্তে "অ্যানিয়া" ব্যবহৃত হয় । যেমন, -

লিখিয়ে - লিখ্যানিয়া, গাইয়ে - গ্যায়ুনিয়া,
বাজিয়ে - বাজ্যানিয়া ।

গ) বাংলা ভাষার "উনি" (অনি) প্রত্যয় অনেক সময় "উনি" রূপেও ব্যবহৃত হয় । কিন্তু চাঁই ভাষায় সর্বদা "অনি" রূপে ব্যবহৃত হয় । কয়েকটা উদাহরণ দিই, -

ঝাঁটুনি - ঝাঁটনি, গাঁথুনি - গাঁথনি ।
কাঁপুনি - কাঁপনি, খাটুনি - খাটনি ।

ঘ) বাংলার "ত" (অত) প্রত্যয় চাঁই ভাষায় উচ্চারণ বিকৃতির কারণে "অ্যাত" রূপে ব্যবহৃত হয় । যেমন, -

মানত - মান্যাত, বসত - বস্যাত, ফেরৎ - ফের‍্যাত ।

তদ্ধিত প্রত্যয় : -

ক) বৃত্তি, জাতি, সম্বন্ধ বুঝাতে বাংলা ভাষায় "ইয়া" (এ) প্রত্যয় ব্যবহৃত হয় । মূল প্রত্যয় "ইয়া" হলেও স্বরসঙ্গতির ফলে এটি "ইয়ে এ" রূপে ব্যবহৃত হয় । কিন্তু চাঁই ভাষায় এই নিয়ম খাটেনা । চাঁই ভাষায় "ইয়া" অপরিবর্তিত থাকে । যেমন, —

উড় + ইয়া = উড়িয়া > উড়ে = উড়িয়া

তদ্রূপ, কাঁদুনে = কাঁদনিয়া ।
মেটে = ম্যাটিয়া ।
ঝনঝনে = ঝানঝানিয়া ।
চটপটে = চ্যাটপ্যাটিয়া ।

খ) বাংলা ভাষার "উয়া" প্রত্যয়ের "উ" - অভিশ্রুতির ফলে "ও" হয় । কিন্তু চাঁই ভাষায় স্বরের কোন পরিবর্তন হয় না । কয়েকটা উদাহরণ দিই, —

মেছো — ম্যাছুয়া, টেকো — ট্যাকুয়া,
পেছো — প্যাছুয়া, ঢেকো — ড্যাকুয়া,
পেনো — প্যানুয়া, খড়ো — খেড়ুয়া,
পড়ো — প্যাড়ুয়া, ঝড়ো — ঝ্যাড়ুয়া ।

গ) বাংলা ভাষায় "টিয়া" প্রত্যয় বিকল্পে "টে" রূপে ব্যবহৃত হয় । কিন্তু চাঁই ভাষায় "টিয়া" অপরিবর্তিত থাকে । যেমন, —

বাংলা — ভাড়াটিয়া, ভাড়াটে কিন্তু চাঁই ভাষায় কেবল ভাড়াটিয়া ব্যবহৃত হয় । তদ্রূপ ঝোলাটে — ঝোলাটিয়া, ঝগড়াটে — ঝগড়াটিয়া, খিলুটে — খিলুটিয়া ।

(উপরের আলোচনাগুলি থেকে এটি স্পষ্টতঃই প্রতীয়মান হয় যে, চাঁই ভাষায় "ইয়া", "উয়া", "টিয়া" প্রভৃতি প্রত্যয়ের মূল প্রত্যয়টি ব্যবহৃত হয় । চাঁই ভাষায় কোন অভিশ্রুতি নাই ।)

৩৩) বিদেশী তদ্ধিত প্রত্যয় :-

চাঁই ভাষায় একটি লক্ষ্যনীয় বিষয় এই যে বিদেশী প্রত্যয়ের ক্ষেত্রে এর কোন পরিবর্তন নেই। এসব ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ বাংলা ভাষার নিয়ম অনুসৃত হয়ে থাকে। যেমন,-

সাহেবিয়ানা, মুরুব্বিয়ানা, বাবুয়ানি, ঝ ঝালওয়ালা, গাড়োয়ান, ডাক্তারখানা, চাম্‌চখোর, ধুপচি, ফুলদানি, কেরানীগিরি, ধাপ্পাবাজ, ফাঁকিবাজ।

৩৪) বিশিষ্টার্থক শব্দ ও বাক্যাংশ :-

পৃথিবীর অন্যান্য সব ভাষার মত চাঁই ভাষাতেও বেশ কিছু বিশিষ্টার্থক শব্দ, বাক্যাংশ এবং প্রবাদ-প্রবচন প্রচলিত আছে। নিম্নে বেশ কিছু বিশিষ্টার্থক শব্দ ও বাক্যাংশের উদাহরণ দেওয়া হল। -

আক্কেল গুড়ুম (স্তম্ভিত) - বিকাশবাবুকে ভাইয়া চোরি কারকাহা শুনিকে তো হাম্মার আক্কেল গুড়ুম।

উনিশ-বিশ (বেশি-কম) - দেখিতো, ওতা আর ভাবাম্মাৎ, আশ্টি উনিশ-বিশ হোলে কি হোতায় ?

ছুঁচ-চামোচি (যথা সর্বস্ব) - ছুঁর চামোচি বেচিওকে সে দেনা শোধ কাব্যা নাই পারকায়।

ঢি - ঢুটেনাই (প্রচার হওয়া) - নিমাইকে বেটাকে কীর্তি ভাঁয় যেতে নুকা, গোটা গাঁয়া কিন্তু ঢি ঢুটি গেলাহা।

গুষ্টি উদ্ধার (সর্বনাশ করা) - দেখ্‌, হাম্মার পাছে যা লাগুলে হাম্মা তোর গুষ্টি উদ্ধার কারিকে ছোড়বাও।

গুইহা-ডিম (নাবালক) - ওক্কার গুইহা-ডিম ভাজবে নি - কারলাহা, আর দোর্হ এতা বাড়া দায়িত্ব, পারতাও তো ?

গাঙার চানুহা (মুক্তি পাওয়া) - ভাঁয় যেতে কাও দিদি, বেটিকে বিহা দেকে হাম্মার গাঙার চানুহা হোলায়।

ঘুরঘুরা নাচ (নাস্তানাবুদ করা) —অ্যাম্মার বিরুখম্ভা ন্যাগলে হ্যাম্মা তোরাকে
ঘুরঘুরা নাচ ন্যাচাকে ছোড়ব্যাও ।

ঘোঁড়াকে ডিম, ঘোঁড়াকে শিং (অবাস্তব) — তোর আইয়্যা কি ক্যারাথ্যাউ ? ঘোঁড়াকে
ডিম / ঘোঁড়াকে শিং ক্যারাথ্যাউ ? খাহাউ-দাহাউ আর ঘুরিকে
বেড়াক্যাহাউ ।

চারা খোজতে ঘুরঘুরা (সামান্য সূত্র থেকে গুরুতর বিষয় উদ্ধার) —
অফিসকে হিসাব লেকে আর ঘাঁটা ঘাঁটি ন্যায় ক্যারন্যাই উচিৎ ;
ন্যায়তো চারা খোজতে ঘুরঘুরা নি ক্যাবৃহাকে যাইক ।

চুলুহাকে ছাই (কিছুই না) — ওরে হ্যাম্মার কাথা ন্যায় শুনিকে ইন্টারভিউ দেবা
গোলাথ্যা, চাকরি না চুলুহাকে ছাই প্যানল্যাথা ।

ছ ছান-চ্যাটি (যথা সর্বস্ব) — যে, হ্যাম্মার স্যাথে ন্যাগলে তোর ছান-চ্যাটি উজাড় ক্যার
দেব্যাউ ।

টিকটিকি ব্যান (জব্দ) — ওরে খুব দিগ্‌খা ব্যাহাউ তো পুলিশম্ভা থ্যাব্যার দেকে
ওক্যার টিক টিকি ব্যান ক্যারদে ।

ঢোঁড়া প্যানপা (অপদার্থ) — তোর ম্যাজান ঢোঁড়া প্যানপাকে দেকে কোন কাঘোনি হোত্যায় ।

নেংটি-পুঁছি (নিঃস্ব অর্থে) — ওক্যার নেংটি পুঁছি কি হ্যায় যে ওক্যাকে বেটী দেগু ?

তাল কানা (কাণ্ডজ্ঞানহীন) — আন্ত্য ক্যাহানিয়্যাও জুতা, আনুনে জাউজকে শাড়ী, অ্যাম্মা
তালকানা লোক হ্যাক্যাম কিন্ত ।

তেল (ক্ষমতা) — ওক্যার স্যাথে ন্যাড়্যা যাঁহা, শারবে ? তোর তেল হ্যাও ?

থাম্বা-থ্যাবা (খোসামোদ করা) — নিজম্ভা কুছু একটা ক্যাবৃ, নেতাকে থাম্বা থ্যারিকে
আর কেতা দিন র‍্যাহাবে ?

থামা-চাঁপা (গোপন করা) — উ দিনকে ঘ্যাটানাটা প্যারথ্যাম প্যারথ্যাম থামা-চাঁপা
দেবাকে চেষ্টা ক্যারক্যাহায় কিন্ত প্যারক্যায় কৈ ?

ফ়ট়ক-ম্যাড়্যান (মাতব্বর) – আইজ কাল তাঁয় বেজায় ফ়ট়ক-ম্যাড়্যান হো গেলে রে, তোর কোন কাম কাজ ন্যাও ?

ড়ুডকে বেগার (বাজে কাজে পণ্ডশ্রম) – তোর ম্যাজান বোকা তো ন্যায় ম্যাঙ্গি যে ড়ুডকে বেগার খাটিকে ম্যাল্লাশ ।

লোটা কাম্বাল (যথা সর্বস্ব) – ওক্কার লোটা কাম্বাল যা থ্যান্নায় চোরম্যা ম্যাব লেকে ভাগ গেল্যায় ।

ন়ডরী ন্যাগ্যাউনী (এর কথা ওকে, ওর কথা একে বলে বেড়ায় যে নারী) – কুক্বাকে মাকে ম্যাজান ন়ডরী ন্যাগ্যাউনী আর কে ম্যায় কা ?

হরিহাট (গণ্ডগোল) – তোরা পাড়াপ়না কাক্কাথাঁ ন্যায় কি কাক্কাথা রে ? এক্কেবারে হরিহাট ন্যাগা দেলে যে ?

হাড়ে হাড়ে (সম্যক ভাবে) – তাঁয় ওক্কার কাথা ন কাম্যাবে ভাবে ? ওক্কাকে হাম্ম্যা হাড়ে হাড়ে চিন্নাথি ।

গ) বিহার ও অন্যান্য প্রদেশের চাঁই ভাষার সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের চাঁই ভাষার পার্থক্য :—

আমরা ইতিপূর্বে আলোচনা করেছি চাঁই সম্প্রদায় পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, অযোধ্যা, বাংলাদেশ, নেপাল ইত্যাদি নিয়ে অখণ্ড ভারতবর্ষের উত্তর পূর্বাঞ্চলের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে অতি প্রাচীন কাল থেকেই বসবাস করে আসছে। সুতরাং বিভিন্ন প্রদেশের চাঁই ভাষার সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের চাঁই ভাষার সাদৃশ্য বৈসাদৃশ্য নিরূপণের প্রয়োজনীয়তা স্বাভাবিক ভাবেই এসে পড়ে।

এবিষয়ে স্মর্তব্য যে হিন্দী ভাষাভাষী অঞ্চলে চাঁই ভাষা বলে স্বতন্ত্র কোন ভাষা নেই। অন্যান্য সম্প্রদায়ের ন্যায় চাঁই সম্প্রদায়ও হিন্দী ভাষাতেই কথা বলে। বিহারের ভাগলপুর, মুঙ্গের, দারভাঙ্গা প্রভৃতি জেলার নিম্নবর্গের হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে যে ভাষা প্রচলিত আছে সেই ভাষা চাঁই সম্প্রদায়ের মধ্যেও অব্যাহত রয়েছে। এইসব অঞ্চলে চাঁই ভাষা বলে কোন স্বতন্ত্র ভাষা নেই। তবে বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চলে চাঁই ভাষা তার স্বকীয় রূপ নিয়ে বর্তমান রয়েছে। এখন দেখা যাক, হিন্দী ভাষার সঙ্গে চাঁই ভাষার সম্পর্কটা কি।

পৃথিবীর অন্যান্য উন্নত ভাষার মত হিন্দী ভাষারও স্বরূপ কিন্তু এক নয়। এখানেও অঞ্চল বিশেষে ভাষার উচ্চারণে ও শব্দ প্রয়োগে স্বতন্ত্রতার কারণে বিভিন্ন উপভাষা (Dialect) পরিদৃষ্ট হয়। হিন্দী ভাষা ভাষী বিহারীদের মধ্যে তিন প্রকারের উপভাষা বর্তমান। সেই হিসাবে বিহারের হিন্দী ভাষাকে মূলতঃ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা চলে। যেমন, — ১) মৈথিলী বা তিরহুতিয়া, ২) মাগহী বা মাগধী এবং ৩) ভোজপুরী। সুপ্রসিদ্ধ George Abraham Grierson মহাশয় এই বিষয়ে বলেছেন, —

"Bihārī has three main dialects, Maithilī or Tirahutiā, Magahī, and Bhojpurī. Each of these has several sub-dialects. The three dialects fall naturally into two groups, viz., Maithilī and Magahī on the one hand, and Bhojpurī on the other."[৮]

পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে বিচার করলে দেখা যায় মৈথিলী এবং মাগধী ভাষা অনেকাংশেই অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত ; কিন্তু ভোজপুরী এদের থেকে স্বতন্ত্র । কেবল ভাষা নয়, এই ভাষা ভাষীদের মধ্যেও এই সাযুজ্য বর্তমান । "The speakers are also separated by ethnic peculiarities, but Magahī and Maithilī, and the speakers of these two dialects, are much more closely connected together than either of the pair is to Bhojpurī ...... " ৯

মানুষের কথাকে পরিচালনা করে ক্রিয়া । প্রত্যেক কারককে ক্রিয়ার সঙ্গে সম্মুখ রেখে চলতে হয় । হিন্দী ভাষার আলোচ্য ত্রিধারার পার্থক্যটা এই ক্রিয়াকে কেন্দ্র করেই ধরা পড়ে বেশী । আমাদের আলোচনাকে সুদৃঢ় করার জন্য মহামান্য গ্রীয়ারসনের উদাহরণকেই এখানে তুলে ধরছি । " The verb substantive in Maithilī is usually Chhai or achhi, he is, In Magahī it is usually hai, and in Bhojpurī it is usually bātē, bārē, or hawē. The three dialects all agree in forming the present tense definite by adding the verb substantive to the present participle. Thus, Maithilī dekhait-achhi, Magahī dekhait-hai, Bhojpurī dēkhat-bātē, he is seeing. But Magahē has also a special form of the present, viz., dēkha-hai, he sees, and so has Bhojpurī, dēkhe-lā, he sees or will see." ১০

চাঁই ভাষায় এইসব ক্ষেত্রে "হ্যায়", "দেখা হ্যায়" ব্যবহার করা হয় । দেখা যাচ্ছে মাগধী ভাষার বর্তমানের যে বিশেষ ধরণ (Special form) যেমন dēkha-hai (দেখা হ্যায়) এর সঙ্গে চাঁই ভাষার সম্পূর্ণ মিল পরিলক্ষিত হয় । সুতরাং আমরা ধরে নিতে পারি পশ্চিমবঙ্গের চাঁই ভাষা বিহারের মাগধী এবং মৈথিলী

ভাষার সংমিশ্রণজাত ; যা বাংলা ভাষার প্রভাবে একটি বিশেষ রূপ ধারণ করেছে ।

ঘ) মাগধী হিন্দী ও মৈথিলী ভাষার সঙ্গে চাঁই ভাষার সাদৃশ্য বিচার, —

পশ্চিমবঙ্গের চাঁই ভাষার সঙ্গে বিহারের মৈথিলী এবং মাগধী প্রভাবিত মৈথিলী ভাষার বহুলাংশে সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয় । উদাহরণ হিসাবে দারভাঙ্গা জেলার অনুন্নত হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত মৈথিলী উপভাষার (Maithilī Dialect) সঙ্গে চাঁই ভাষার সাদৃশ্য বিচারের জন্য মাননীয় গ্রীয়ারসনের বক্তব্য এখানে উল্লেখ করা অসমীচীন হবে না ।

B I H Ā R Ī.

"Maithilī Dialect (As used by Hindūs of the lower castes)
(Darbhanga District.)

Transliteration and Translation.

EK gōtā - Kē̃ dui bētā rahaik. Chhot^{a}kā bētā
one person to two sons were the younger son

bāp - saũ Kahal^{a} kaik jé, ' bāp, hamar hissā
father-to said that, 'Father, my share

sab h dhan dai̯ dâh.' Bāp Ō-kar
all wealth having-given give.' Father his

hissā dhan b āṭ^{i} del^{a}kaik. Thōrek
share wealth dividing gave. A - few

din par Chhot^{a}kā bētā apan sabh
days on the-younger son his-own all

dhan ekaṭṭhā Kai̯ barī dūr dés
wealth together making very distant country

Chal^{i} gēl. Ōt apan sabh-tā dhan
going went. There his-own entire wealth

Ku - Karam - mē̃ Ch^{a} - dēlak.
bad - deeds - in he - wasted." [১১]

আলোচ্য অংশটি পশ্চিমবঙ্গের চাঁই ভাষায় অনুবাদ করলে কিরূপ নেয় দেখা যাক । --

"একটা লোককে দু বেটা র‍্যাহ্যাইক । ছোট্কা বেটা বাপকে কাহ্যাল ক্যাইক যে, "বাপু হ্যাম্মার হিস্সা স্যাব ধ্যান্ দে দে ।" বাপ ওকার হিস্সা ধ্যান বাঁটি দেলক্যাইক । থোড়া দিন পার ছোট্কা বেটা আপ্যান স্যাবধ্যান এক্যাঠ্যা ক্যারিকে ধুপুর দূর দেশ চ্যাল গেল্যাই । ঘুর‍্যাম্মা আপ্যান স্যাপটা ধ্যান কুক্যার্যম্মা ওয়া দেলক্যাইক ।"

আমরা স্পষ্টতঃই দেখতে পাচ্ছি উভয় ভাষার মধ্যে কি অদ্ভুত সাদৃশ্য । চাঁই সম্প্রদায়ের বসবাস গঙ্গানদীর উপকূলে, গাঙ্গেয় সমভূমিতে । এবিষয়ে আমরা পূর্বেই আলোকপাত করেছি । গঙ্গানদীর দক্ষিণ দিকে মাগধী এবং অংশত বাংলা ভাষা প্রভাবিত মৈথিলী ভাষা স্থানীয় জনসমাজে "ছিকা ছিকি বোলী" (Chhikā - Chhikī bōlē) নামে পরিচিত । " South of the Ganges, Maithilī is influenced more or less by the Magahī spoken to its West, and partly also by Bengali. The result is a well-marked dialect, locally known as Chhikā - Chhikī Bolē, from its frequent use of the syllable 'Chhik', which is the base on which the conjugation of the verb substantive is conjugated." [১২]

দক্ষিণ ভাগলপুরের এইরূপ ভাষার একটা উদাহরণ দিই । —

Bihari

Maithilē (Chhikā - Chhikī bōlē) Dialect (South Bhagalpur).

Transliteration.

EK ād^{a}mī Kē dū bētā rahai. OK^{a}rā mẽ sē Chhot^{a}kā ap^{a}nō bāp sē Kahal^{a} kai k^{i}, 'bābū, jē dhan ham^{a}rā bakh^{a}rā mẽ hōy ū ham^{a}rā dai dē.' Ek^{a}rā paśe ū

ap^{a} nō dhan Ok^{a} rā bā̃ṭi del^{a} kai." [১৬]

আলোচ্য উদ্ধৃতিটি চাঁই ভাষায় রূপান্তরিত করলে কি পাই দেখা যাক। —

"এক মানুষকে দু বেটা র‍্যাহ্যাইক। ওকরাম্যা ছোট্কা অ্যাপ্যান বাপ সে ক্যাহ্যাল ক্যায় কি, 'বাপু, যে ধ্যান হ্যাম্যার হিস্যাক্যা হ্যায় উটা হ্যামরাকে দে দে।' এক্যার প্যার উ অ্যাপ্যান ধ্যান ওকরা বাঁটি দেলক্যায়।"

এখানেও দেখা যায় চাঁই ভাষার সঙ্গে উক্ত ভাষার অদ্ভুত সাদৃশ্য রয়েছে।

বিহারের দক্ষিণাঞ্চলের মৈথিলী ভাষার আর একটি উদাহরণ দিই। —

Bihari.

Maithilī Dialect (Southern Variety) (Begusarai, Northern Monghyr.)

Kōi	gā̃w - mē̃	ēgō	Jol^{a}hā	rahai.
A-Certain	village-in	a	weaver	was.

Jab	Ō	Kamāet	Kamāet	das
when	he	labouring	labouring	ten

pand^{a}rah	rupaiā	jaur	kailak,	tab
fifteen	rupees	collected	made,	then

ap^{a} nā	maugē - sē̃	kah^{a}lak	Ki,	'ai
his-own	wife - to	he- said	that,	'These

rupaiā	- sē̃	ham	bhaĩs	mōl - lēb ,
rupees	with	I	a-buffalo	will - buy',

ār	Ō-kar	dūdh	dahī	khāeb.'	Oi - par
and	its	milk (and)	tyre	will-eat.'	That-on

Jolah^{a}niā̃	kahal^{a} kai	ki,	' ham - hū̃
the weaver's wife	said	that,	' I - also

dūdh	dahī	laihar
milk (and)	tyre	to-my-father's house

pathāel	karab '
sending	will-do.' [১৪]

আলোচ্য অংশের চাঁই ভাষায় অনুবাদ করলে পাই, —

কোন গাঁয়্যা একটা জোনাহা র‍্যাহ্যাইক। হ্যাথনি উ ক্যাহ্যাইতে ক্যাহ্যাইতে দ্যাপ পান্‌র‍্যা টাকা জোগাড় ক্যারল্যাই আথনি আপ্যান ঘাউপীকে ক্যাহ্যালক্যায় কি আইটা টাকা দেকে হ্যাম্ব্যা ভাঁইস কিন্যাপ। আর ওক্যার দুধ দ্যাহি খাপ।' ওক্যার পারে জোন্যাহানিয়া ক্যাহ্যালক্যায় কি, "হ্যাদ্বয় দুধ দ্যাহি ন্যাইহ্যার পেঠাপ।"

এইভাবে আমরা দেখতে পাই বিহারের মৈথিলী ভাষা, মাগধী প্রভাবিত মৈথিলী ভাষা এবং ছিকাছিকি বোলীর সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের চাঁইভাষার যথেষ্ট সাদৃশ্য রয়েছে।

৬) চাঁই ভাষায় আঞ্চলিক বাংলা ভাষার প্রভাব : —

বাংলাভাষা পশ্চিমবঙ্গের প্রাদেশিক ভাষা। কোন প্রদেশে ব্যবহৃত অন্যান্য ভাষার উপর প্রাদেশিক ভাষার প্রভাব থাকা স্বাভাবিক। সুতরাং চাঁই ভাষার উপর বাংলা ভাষার প্রভাব থাকা অসমিচীন নয়। বলা বাহুল্য চাঁই সম্প্রদায়ের নিজস্ব ভাষা চাঁইভাষা। কিন্তু এই ভাষা অমার্জিত এবং অনগ্রসর, তাই এই সমাজের অনেক শিক্ষিত ব্যক্তি এ ভাষার প্রতি অনীহা প্রকাশ করেন, এবং সপরিবারে বাংলা ভাষা ব্যবহার করেন। চাঁই সমাজের প্রতিটি মানুষ বাংলা ভাষায় কথা বলতে পারে। কারণ চাঁইভাষা এদের কথ্য ভাষা হলেও বাংলা এদের পোষাকী ভাষা। এই সকল কারণে চাঁই ভাষার মধ্যে বহুক্ষেত্রে বাংলা ভাষার ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। চাঁই ভাষার উন্নত রূপ দিতে গিয়েও এদের বাংলা ছাড়া কোন গত্যন্তর থাকে না। অনেক ক্ষেত্রে বাংলা ভাষা ছাড়া চাঁই ভাষার স্বতন্ত্র কোন রূপও নেই।

কয়েকটি উদাহরণ দিই, —

১) মাননীয় সভাপতি মহাশয়, উপস্থিত ভদ্রমণ্ডলী আর হ্যাম্ব্যার ছোটা ছোটা ভাইয়া আর বাহিন। আইজ থিনা হ্যামরা যেক্যার শুনে ই সভা ক্যারাহি সেটা আর তোরা ক্যানকে বুঝাকে ক্যাহা ন্যায় হোতায়। তোরা স্যাবকেই জানাহী।

আর একটি, –

২) – ক্যালথিনা ক্যাহিকে শুনে তোর ক্যানে স্কুল ছুটি হ্যাল্যাও রে ?

– ক্যাইনা তোঁয় ন্যাই জানা থাঁ ? ক্যালতো রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে জন্মদিন হ্যালায় । ওক্যার জন্মতিথি হ্যামরা পালন ক্যারলিহ্যা । কেত্তা কবিতা আবৃত্তি ক্যারলিহ্যা, কেত্তা গাউন আর বক্তৃতা হোল্যাহ্যা কি ক্যাহ্যাক্যাউ । হ্যাম্মার ক্যানে স্কুলকে ছাত্রী গ্যাল্য নাটকও অভিনয় ক্যারক্যাহা ।

এভাবে দেখা যায় চাঁই ভাষা ও বাংলা ভাষা অনেক ক্ষেত্রে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত । এদের কথা বলার ঢং ও বাঙ্গালীদের মতই । চাঁইভাষায় আঞ্চলিক বাংলা ভাষার প্রভাব অকিঞ্চিৎকর নয় এবিষয়ে নিঃসন্দেহ ।

চ) স্থানীয় বাংলা ভাষায় চাঁই ভাষার প্রভাব : –

চাঁই পরিবারের শিশু জন্মের পরথেকেই চাঁইভাষার পরিবেশে মানুষ হয় । চাঁইভাষা ওদের ঘরের ভাষা । শিশুর মা বাবা বা অন্যান্য বয়োজ্যেষ্ঠরা বাইরের পরিবেশে বাংলাভাষা ব্যবহার করে তাই বাংলা ভাষার সঙ্গে তার তেমন পরিচয় থাকে না । শিশুটি শিক্ষা বয়ঃক্রমে যখন বিদ্যালয়ে যায় তখন "সে তার মাতৃভাষা চাঁই ভাষার সঙ্গে বাংলা ভাষার সাদৃশ্য খুঁজে পায় না । স্বভাবতই বাংলা উচ্চারণে আসে বিকৃতি, ভুল হয়, বাংলা শব্দের অর্থ হয় দুরূহ । বাংলাভাষার শব্দ ও বাক্যের বোধগম্যতায় তার সময় লাগে বহুগুণ বেশী । স্বাভাবিক কারণেই চাঁই সম্প্রদায়ের প্রাথমিক শিক্ষার্থীরা শিক্ষায় অনগ্রসর হয়ে পড়ে । এই অনগ্রসরতার জের মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে কাজ ক'রে চলে ।

সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের বাংলা লিখন ও কথায় চাঁই ভাষার দ্বারা মিশ্রিত হয়ে বাংলা ভাষার খিঁচুড়ি পাক হয়ে যায় । তাদের বাংলা লিখন ও ভাষার ব্যবহারে সাধু ও চলতির মিশ্রণ ঘটে বেশী । বিতর্ক সভায় যোগদানকারী শিক্ষার্থীদের যুক্তির অবতারণায় সাবলীল গতি আসে না ; এমন কি, চাঁই ভাষার বিভিন্ন শব্দ বাংলা ভাষণে মিশে গিয়ে ভাষণ হয় অসংলগ্ন ।"[১৫] কেবল ছাত্রছাত্রী নয় শিক্ষিত এবং বয়স্ক ব্যক্তির ভাষণেও এই অসংলগ্নতা পরিদৃষ্ট হয় । কয়েকটি উদাহরণ দিই,—

১) আজ রাতে আমরা থাড়া থাড়া শুয়েছি ।

২) তোরা যে আউলা ঝাব্‌কা খেলছিস রে ।

৩) বিচে তিকিয়ে মারনা রে ভাই ।

৪) আমার জি গুব্‌লাইছে স্যার ।

শব্দার্থ : –

থাড়া থাড়া – লম্বা লম্বি ভাবে ।
আউলা ঝাব্‌কা – এলো মেলো ।
বিচে তিকিয়ে – মারে তাকিয়ে ।
জি গুব্‌লাইছে – মন বমিবমি করছে ।

অবশ্য বাংলা ভাষাভাষীদের ভাষায় এই ত্রুটি দৃষ্ট হয় না । বাংলা ভাষা যাদের মাতৃভাষা নয়, অর্থাৎ হিন্দী, নেপালী, সাঁওতালী, ইংরেজী ইত্যাদি ভাষাভাষী মানুষের বাংলা ভাষা শিক্ষণে ও উচ্চারণে অনুরূপ ভাবেই এই ত্রুটি ধরা পড়ে । সুতরাং স্থানীয় বাংলা ভাষায় চাঁই ভাষার প্রভাব আছে একথা বলা চলে না ।

ছ) চাঁই ভাষার ব্যবহার :-

আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি, পশ্চিমবঙ্গের চাঁই সম্প্রদায় বিহার অঞ্চলের অধিবাসী। " This is probably a Behar caste." [১৬]
এদের আচার-আচরণ, পোষাক-পরিচ্ছদ, বিবাহ-শ্রাদ্ধাদি অনুষ্ঠান, পূজা-পার্বণ, এবং ভাষাতে যথেষ্ট পরিমাণে বিহারের ছাপ আছে। এরা যে পশ্চিমবঙ্গের আদি বাসিন্দা নয়, এবং জীবন ও জীবিকার প্রয়োজনে বিহার থেকে এসেই পশ্চিমবঙ্গে বসবাস আরম্ভ করেছে এবিষয়ে আমরা নিঃসন্দিহান।

পশ্চিমবঙ্গের চাঁইজাতি দ্বি-ভাষিক জাতি। সাধারণতঃ বিহার, ছোটনাগপুর এবং সাঁওতাল পরগণা থেকে যে সমস্ত লোক পশ্চিমবঙ্গে এসে বসবাস করছে তারা দ্বি-ভাষিক। " The settlers from Bihar, Chhotonagpur and Santal Parganas are commonly bilingual." [১৭]

এরা বাড়ীতে ঘরের লোকদের সঙ্গে, পাড়ার ও গ্রামের স্বজাতীয়দের সঙ্গে চাঁই ভাষায় কথা বলে। কিন্তু বাইরের পরিবেশের মধ্যে এরা বাংলা ভাষাতে কথা বলে। বাংলা ভাষা এদের কাছে পোষাকী ভাষা, আর চাঁইভাষা আটপৌরে ভাষা। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, চাঁইভাষায় যারা কথা বলে তারা সকলেই সাবলিলভাবে বাংলা ভাষায় কথা বলতে পারে। কিন্তু বাংলা যাদের মাতৃভাষা তারা চাঁইভাষায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে কথা বলতে পারে না। বাংলাভাষাভাষীরা দ্বি-ভাষিক না হওয়ার কারণেই তা সম্ভব হয়ে ওঠে না। চাঁইভাষা অন্তঃপুরের ভাষা হিসাবে অবগুন্ঠনের আড়ালে থাকার কারণে আজও সুধী সমাজে পরিচিতি লাভ করতে পারেনি।

—॰—

।। পাদটীকা ।।

১) সুকুমার সেন / বাংলা ভাষার ভূমিকা / কৃষ্ণলাল ঘোষ / পরিবর্ধিত সংস্করণ, আষাঢ়, ১৩৭২ / পৃষ্ঠা – ১১

২) অধ্যাপক সত্যগোপাল মিশ্র / বাংলা পড়ানোর রীতি ও পদ্ধতি / দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৭৭ / সোমা বুক এজেন্সী / পৃষ্ঠা – ২০৪

৩) শ্রীসুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় / বাঙ্গলা ভাষা প্রসঙ্গে / প্রথম প্রকাশ, ১৯৭৫ / শ্রী শ্রীশ কুমার কুণ্ডু / জিজ্ঞাসা / পৃষ্ঠা – ৫৭-৫৮ ।

৪) শ্রীসুকুমার সেন / ভাষার ইতিবৃত্ত / শ্রীশেফালিকা রায় / ত্রয়োদশ সংস্করণ, ১৯৭৯ / পৃষ্ঠা – ৫

৫) সুকুমার সেন / বাংলা ভাষার ভূমিকা / কৃষ্ণলাল ঘোষ / পরিবর্ধিত সংস্করণ, আষাঢ়, ১৩৭২ / পৃষ্ঠা – ১১-১২ ।

৬) শ্রীসুকুমার সেন / ভাষার ইতিবৃত্ত / ইস্টার্ন পাবলিশার্স / ত্রয়োদশ সংস্করণ, ১৯৭৯ / আধুনিক বাংলা পদবিধি / পৃষ্ঠা – ৩৬৫ ।

৭) অধ্যাপক জগৎ লাহা, এম.এ. ডবলু.বি.ই.এস. / ভাষা পরিক্রমা / এন.ভট্টাচার্য এণ্ড কোম্পানী / চতুর্থ সংস্করণ, ১৯৮৯ / বাংলা ভাষার শব্দ ভাণ্ডার / পৃষ্ঠা – ১৩৯-১৪০ ।

৮) G.A. Grierson / Linguistic Survey of India, Vol-V, Part-II / Motilal Banarsidass / Reprint - 1968 / Page=3.

৯) Do. Page = 3-4.

১০) Do. Page = 4.

১১) G.A. Grierson/ Linguistic Survey of India / Vol.-V, Part-II/ Motilal Banarsidass / Reprinted 1968/ Page = 76.

১২) Do. / Page = 13.

১৩) Do. / Page = 98.

১৪) Do. / Page = 84.

১৫) পঙ্কজ কুমার মণ্ডল / চাঁই সম্প্রদায়ের মাতৃভাষা ও শিক্ষায় অনগ্রসরতা / পরিচয়, পশ্চিমবঙ্গ চাঁই সমাজ উন্নয়ন সমিতির মুখপত্র, মার্চ-১৯৮২ / পৃষ্ঠা – ১৩

১৬) W.W. Hunter / A Statistical Account of Bengal / D. K. Publishing House, Delhi - 110035 / First Re-printed in India 1974 / Vol. = IX. / Page = 56.

১৭) B. Roy. of the West Bengal Civil Service / Census 1961 / District Census Hand book Malda / Deputy Superintendent of Census Operation, West Bengal / Page = XXVIII.